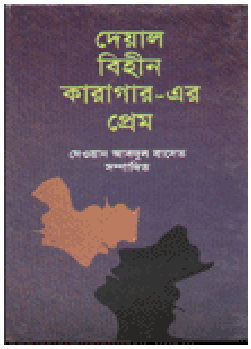

দেওয়ান আবদুল বাসেত সম্পাদিত
দেয়াল বিহীন কারাগার-এর প্রেম

প্রথম প্রকাশ:
বইপত্র গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
অমর একুশে গ্রন্থমেলা-১৯৯৮

দ্বিতীয় প্রকাশ
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা

ইন্টারনেট সংস্করণ
ডিসেম্বর-২০০২
নতুন সংস্করণঃ জুন ২০০৫
৩য় সংস্করণ জুন'০৬
আষাঢ় ১৪১৩বাঙলা।
গ্রন্থস্বত্ত্বঃ সম্পাদক

কম্পিউটার কম্পোজ
লুবনা বাসেত বৃষ্টি
সম্পাদকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ :
E-mail : marupalash@gmail.com
rupashee.chandpur@gmail.com
mohona.mohona@gmail.com
www.marupalash.com
www.geocities.com/rupashee_chandpur
www.geocities.com/mohona_riyadh

ISBN 984-8211-17-9

সম্পাদকের কথা

দেয়াল বিহীন কারাগার-এর প্রেম একটি যৌথ কাব্যগ্রন্থের জন্যে এমন বেঢপ মার্কা নাম নির্বাচনে আমাদের যুক্তি হলো, মধ্যপ্রাচ্যের একটি রক্ষণশীল দেশে আমরা প্রবাসী। এখানে অত্যন্ত সীমিত সুযোগ-সুবিধা। তারপরও আমরা অবিরাম লেখার চেষ্টা করি। তাই সঙ্গত কারণেই বলতে পারি আমরা স্বদেশ, স্বভাষা, আপন মাটিও মানুষের গন্ধ বঞ্চিত ভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির দেশে দেয়াল বিহীন এক কারাগার এ বন্দী জীবন-যাপন করছি। ১৯৮৭ইং সালের জুলাই হতে ২০০৫ইং এর জুন দীর্ঘ এই সময় ধরে যে সকল প্রবাসী বাঙালি কবিগন *মরুপলাশ* সাহিত্যপত্রে তাদের কাব্যচর্চা করে আসছেন, ঠিক তাদের লেখা নিয়েই এ যৌথ কাব্যগ্রন্থের আয়োজন।

এ গ্রন্থটি প্রথম ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালের অমর একুশে বই মেলায়। তারপর *মরুপলাশ* গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স কর্তৃক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০০০ সালের অমর একুশে বইমেলায়। যেহেতু প্রথম প্রকাশের ভুমিকায় আমরা বলেছিলাম- যোগাযোগের কারণেই প্রবাসী অনেক বাঙালি কবিগন প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকাশে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। পরবর্তী সংস্করণে তাদের উপস্থিতি আমরা নিশ্চিত করবো বলে কথা দিয়েছিলাম। আমরা আমাদের কথা রক্ষা করেছি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আশীর্বাদে এখন যোগাযোগে অনেক সহজ। অনেক কবিই আমাদের আহবানে সাড়া দিয়েছেন এবং ই-মেইলে দ্রুত যোগাযোগ করেছেন। তাই অনেকের লেখাই এবার *ইন্টারনেট এডিশনে* সংকলিত করতে পেরেছি বলে আমরা আনন্দিত। এই যৌথ-কাব্যগ্রন্থে সংকলিত সকল কবিতাই অংশগ্রহণকারী কবিদের স্বনির্বাচিত। আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছি। শ্রদ্ধেয় অগ্রজ কবি-সাহিত্যিকগনই আমাদের দেবেন প্রেরণা এবং অনিন্দ-সুন্দর দিক নির্দেশনা। বিদগ্ধ পাঠকগনতো রয়েছেনই তাদের পাশাপাশি।

যাদের জন্যে আমরা এতোটা শ্রম দিয়ে এই গ্রন্থখানি ইন্টারনেটে উপস্থাপন করেছি, সেই সুহৃদ পাঠকদের কাছে যদি তা সমাদৃত হয়, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেয় গ্রন্থখানির বানান-বিভ্রাট সম্পূর্ণ এড়ানো গেলো না। তাতে আমাদের দুঃখবোধ থেকেই গেলো। সুপ্রিয় পাঠকদের আহবান করছি, এ গ্রন্থে সংকলিত কবিদের কবিতা নিয়ে আলোচনা লেখার জন্য। আপনাদের আলোচনা আমাদের ওয়েবসাইটের *মতামত* কলামে প্রকাশ করে দেব। সবাইকে ফুলেল শুভেচ্ছা।

দেওয়ান আবদুল বাসেত
সম্পাদক
ডিসেম্বর-২০০২ / জুন-২০০৫ইং
সংশোধিত সংস্করণঃ
জুন ২০০৬ইং
আষাঢ় ১৪১৩বাঙলা

এই যৌথকাব্যগ্রন্থে যে সকল কবিগন অংশগ্রহণ করেছেন

ড. এ-কে আব্দুল মোমেন
অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমদ
বদরুল আলম রতন
বাতেন রহমান
রণজিৎ রায়
শেখ আবুল বাশার
তাহের ম. শায়েখ
দেওয়ান আবদুল বাসেত
ফিরোজ খান

অধ্যাপক হেলালউদ্দীন আহমদ এর চতুস্পদী ও
অন্যান্য কবিতা

অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমদ কুমিল্লা সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ এর একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তারপূর্বে তিনি চাঁদপুর সরকারী কলেজের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন সুদীর্ঘকাল ধরে। চাঁদপুরে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন সাহিত্যপত্রের জন্ম দেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেন লেখালেখিতে। ওনার সম্পাদনায় চাঁদপুর হতে প্রকাশিত হতো এক অনিন্দ সুন্দর সাহিত্যপত্র *মোহনা* । ওনার অবর্তমানে তা আর প্রকাশিত হয়নি। তবে সাহিত্যপ্রেমিকগন আজও ভুলতে পারেনি সেই *মোহনা* র কথা। এই বিভূঁই প্রবাসে বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরামের মুখপত্রটির নামও তাই *মোহনা* রাখা হয়েছে সেই চাঁদপুরের মোহনাকে স্মরণ করার মানসেই। তিনি একজন নিরলস সাহিত্যকর্মী ও লেখক। ব্যক্তিগত জীবনে একজন ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র হয়েও সারাজীবন বাংলা সাহিত্যচর্চা করে যাচ্ছেন। ওনার অনুপ্রেরণাতেই এই ধুসর মরুর দেশে *মরুপলাশ* এর জন্ম হয়। যে সাহিত্যপত্রটির বয়স বর্তমানে আঠার বছর পার হতে চলছে।

মরুপলাশ এর জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ইহার প্রধান উপদেষ্টা। ওনি একজন প্রখ্যাত অনুবাদ সাহিত্যিক, কবি ও সাহিত্য সমালোচক।

লেখকের রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থ। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো- **(১) বিদেশী মনিষীদের রবীন্দ্র চর্চা (অনুবাদ গ্রন্থ) (২) শোষিত জনতার সান্নিধ্যে (প্রবন্ধ) (৩) জগাখিঁচুড়ি (প্রবন্ধ) (৪) চতুস্পদী কবিতা (৫) বিন্দুতে সিন্ধু**

নারী

নারী একপ্রকার অনল
সেই করেছিলো আদি পাপ,
পতঙ্গের মতো নির্বোধ পুরুষ
জলন্ত অনলে দিচ্ছে ঝাঁপ ।

দুই

প্রথম দাবী খাদ্য বস্ত্র
দ্বিতীয় দাবী শৃঙ্গার সঙ্গম,
অনেক নারীই বিবেচনাহীন
এটাই এদের আসল ধরম।

তিন

বাইরে থেকে পবিত্র দেখালে ও
আসলে হয়তো পবিত্র নয়,
এটাই এদের চিরন্তন নিয়তি
সন্নানের পরেও অপবিত্র রয়।

চার
কামনা জাগায় দূর থেকে
কাছে এলে আকর্ষণ নাই,
দূর থেকে খোশবু ঢালে
কাছে দাঁড়ালে দুর্গন্ধ পাই।

পাঁচ
আসলে নারীর ব্যর্থ জীবন
পুরুষের নামে সন্তানের পরিচয়,
সারা জীবন পরিশ্রম করে
তবুও নারী নেপথ্যেই রয়।

ছয়
নারী আসলে চিনির বলদ
জরায়ুতে সন্তানের বোঝা টানে,
মা'র নাম সমাজ জানে না
সবাই সন্তানের পিতাকে চেনে।

সাত
পেটিকোট উল্টালেই মানব সংসার
মনে জাগে মহা ফূর্তি.
ধরিত্রী বলতে নারীই বোঝায়
সর্বত্র বিজয়ী নারী মূর্তি।

আট
গোটা দেহটাই যৌন সাম্রাজ্য
কোন অংশই বাদ নাই,
বুড়ো লোকও কাশতে কাশতে
নারী দেহের পানে চায়।

নয়
বুকের মাঝে ঝুলে থাকে
বিশ্রী রকমের কলার থোর,
তাই দেখে পুরুষ পাগল
চোখে লাগে ভীষণ ঘোর।

দশ
নারী হচ্ছে গ্রহের মতো
নিজের কোন আলো নেই,
নামের পিঠে স্বামীর নাম
এতেই তার প্রমান পাই।

চুম্বন
কবিতার রক্ত শোষণ করে
মশাটা যদি আমাকে কামড়ায়,
তাহলে বেশ মজাই হবে
এমন কামড়ে দুঃখ নাই।

চিড়িয়াখানা
এ পৃথিবী একটা চিড়িয়াখানা
নানান কিসিমের জন্তু আছে,
সবচে' হিংস্র জন্তু মানুষ
অন্য সবই তার পিছে।

চমৎকার
একতলা একটা সুন্দর বাড়ি
ব্যাংকে পঁচিশ লাখ টাকা,
গ্যারেজে একটা সুন্দর 'কার'
চমৎকার ঘুরবে জীবন চাকা।

চিরন্তন
সঙ্গম আর সন্তান উৎপাদন
এটা কোন কীর্তি নয়,
মানব কল্যানের সাধনা করো
কালের বুকে স্মৃতি অক্ষয়।

চাঁদপুর
চাঁদপুরের আকাশে চাঁদ ছিলো
নদীতে ছিলো রূপালী ইলিশ,
চাঁদপুর কলেজের শিক্ষক ছিলো
দু'তিন জন কপট ইব্‌লিশ।

চাহিদা
আল্লার জিকির করার আগে
থালা ভরা ভাত চাই,
পেটের ভেতর আগুন জ্বললে
জিকিরে মোটেই মজা নাই।

প্রশ্ন

এ দেশের রাজনীতির ঢং হলো -
'তুমি গদি ছাড়ো আমি গতিতে বসি
গরীব শালারা মরে যাক উপাসে
গলায় বাঁধিয়া ফাঁসির রশি'।

নেত্রীর দেহের বাড়িবে মাংস
দরকার নেই দেশের কথা ভাববার,
চাকরি নেই, ব্যবসা নেই কোন
তাদের আছে শুধূ রাজনীতির কারবার।

হরতালে যখন গরীবেরা উপাষে মরে
তখন মুরগীর রান চিবায় তারা,
আরো আছে কতো মজাদার খাদ্য
তাদের চোখে স্বর্গের মতো ধরা।

রোগ হলেই উড়াল দেয় আকাশে
সউদী আরবে যায় কিংবা আমেরিকা,
জনসভায় জনগনের দরদী সাজে
আসলে তাদের সব বুলিই ফাঁকা।

মরণের পরে হবে কাঙ্গালী ভোজ
স্বর্গে যাবার পথ প্রশস্ত হবে,
তাদের ভোগের জন্যেই বাংলাদেশ
গরীবের জন্যে ভাই আছে কি তবে ?

আশীর্বাদ

(দেওয়ান আবদুল বাসেতের প্রতি)

বাংলাদেশের এক ক্ষ্যাপা ছেলে
দেওয়ান বাসেত তার নাম,
গল্প লিখে, কবিতা লিখে
তার সাধনা চলছে অবিরাম।

মরু রাজ্যের রিয়াদ নগরে
মরুপলাশের বীজ করলো বপন,

এখন তা বিশাল মহীরুহ
তার ভক্ত জুটেছে অগণন।

চাঁদপুরের ছেলে দেওয়ান বাসেত
ডাকাতিয়া নদীর কুলুকুলু ধ্বনি
তার সাধনায় মুগ্ধতা ছড়ায়
কুমিল্লায় বসে তাও শুনি।

চাঁদপুর কলেজের ছাত্র ছিলো
ইংরেজীর অধ্যাপক আমি ছিলাম,
তখনই তার প্রতিভার স্বাক্ষর
নাটকের মাধ্যমে পেয়েছিলাম।

সাবাস ছেলে দেওয়ান বাসেত
সম্মুখ পানে এগিয়ে চলো,
শ্রেষ্টত্ব অর্জনই সংকল্প হোক
আমার আন্তরিক আশীর্বাদ র'লো।

প্রেরণার উৎস

(মরুপলাশ সম্পাদক দেওয়ান আবদুল বাসেতের চিঠি পাই)

'স্যার পত্রপত্রিকার জন্যে আপনার
লেখা চাই'
আমি দুর্ভাগা দেশের লেখক
চিন্তা করি
কোন্ ধরনের লেখার মাধ্যমে
পাতা ভরি।
বুড়ো মগজে চাপ দিই
বাড়ে উত্তাপ,
সুকান্তের কথা মনে পড়ে
বাপরে বাপ!
একুশ বছরের এক ছোকরা
জেলেছিলো আগুন,
তাঁর মতো পারি না লিখতে
নেই গুণ।
অন্যায়ের সাথে আপস করি
কাঁপি ভয়ে,
সুকান্ত লিখেছিলো জ্বলন্ত কবিতা
বেদনা সয়ে ;

কোটি মানুষের দুঃখের কথা
বলতেই হবে,
আমাকে স্মরণ করবে তারা
যারা পড়বে।

বাস্তবতা

নেতা নেত্রীদের বাড়ছে মেদ
দেখতে পাই,
হরতালে গরীব মরে
দুঃখ নাই -
গদির লোভে পাগল তারা
মিথ্যা বলে,
ক্ষমতার যষ্ঠি পেতে চায়
নানা কৌশলে।
তাদের পেছনে ঘুরছে লোভী
হিস্যা চায়,
আসল মজা পায় না তারা
কিছু পায় ।
আর কতোদিন চলবে
ভাই এমনতরো
তোমরা কি এই লেখককে
বলতে পারো ?

ড. এ-কে আব্দুল মোমেন এর কবিতা

ড. এ-কে আব্দুল মোমেন সউদী আরবে একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে কর্মরত আছেন। ইতিপূর্বে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বষ্টনে ব্যবসা প্রশাসন ও অর্থনীতির একজন সুদক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। স্বদেশ ত্যাগ করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিবাস নেবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সরকারে কাজ করেন। বাংলাদেশের ওয়েজ আর্নাস স্কীম এর উদ্যোক্তা ডঃ মোমেন আন্তর্জাতিকভাবে নারী ও শিশূ পাচার বন্ধে যে অবদান রাখেন, তারই স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে হিউম্যান রাইটস্- ১৯৯৪ এওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। এ ছাড়া তিনি প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ব্যক্তিগত প্রশংসাও অর্জন করেন। তিনি একজন তত্ত্ব ও তথ্যমূলক প্রবন্ধকার হিসেবে দেশে বিদেশে এক বিশাল পাঠক প্রিয়তা পেয়েছেন। তিনি রিয়াদের ***মরুপলাশ, মোহনা, রূপসী চাঁদপুর,*** সাহিত্যপত্রে নিয়মিত লেখালেখি করেন এবং দেশের জনপ্রিয় দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ এবং ইংরেজি ***ইনডিপেডেন্ট*** ও ***ডেইলী ষ্টার*** এ তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি আমাদের সে কথাই মনে করিয়ে দেয়।

এক অনন্য প্রতিভাবান ও একজন নিখাদ বাঙালি নাগরিক ডঃ মোমেন কবিতাও লিখেছেন *মরুপলাশ* এর কোন কোন সংখ্যায়। ওনার একখানি প্রবন্ধগ্রন্থঃ ***বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকঃ আমলাতন্ত্র*** মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে প্রকাশ করেছে। বর্তমানে গ্রন্থটি ইন্টারনেট এডিশনে রয়েছে।
পাঠকদের ভিন্ন স্বাদ দেবার জন্যে এবার ডঃ মোমেন এর কিছু কবিতা আমাদের যৌথ কাব্যগ্রন্থের ইন্টারনেট এডিশনে সংকলিত করা হলো। আমাদের বিশ্বাস পাঠকগন এতে ডঃ মোমেনের ভিন্নমাত্রার পরিচয় খুঁজে পাবেন।

একুশের ভাবনা

ইউনেস্কোর একুশের ঘোষণা
গর্বের বস্তু হতে পারে
তবে ভাত দেবেনা আমাদের ।
একুশের গান কবিতা আর আলপনা
মনের মাধুরী আর আবেগ দিয়ে গড়া
তবে সে চাকরি দেয়নি আমাদের ।

চাকরির নেশায় হেটেছি অনেক
আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো রাজপথে
বাঙলা হরফ আর বাঙলা গান নিয়ে .....

জীবিকার জন্যে আজ আমি প্রবাস
আমি ইংরাজি শিখি, আরবী শিখি
শিখি হরেক রকম ভাষা ও জ্ঞান ।

বাংলা আমায় চাকরি দেবে, ভাত দেবে
দেবে সম্পদ ও সন্মান
যদি আমার অর্থনীতি হয় সবল , প্রযুক্তি হয় প্রবল ।

একুশ আর একাত্তর
আমায় দিয়েছে স্বাধীকারের আমেজ
আমি পেয়েছি স্বাধীন ভাষা, স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশ ।

তবে স্বাধীকারের পূর্ণ প্রাপ্তি আর গর্ব
পূর্ণতা পাবে তখনি যখন সেন্হময়ী সোনার বাংলা
আমায় চাকরি দেবে , ভাত দেবে , দেবে শান্তিময় উন্নত জীবন ।

তৃতীয় বিশ্বে দুর্নীতি ও নেতৃত্ব

সরকার প্রধানের সবচেয়ে বড় শক্তি
সবচেয়ে বড় সম্পদ
মানুষের ভালবাসা,
মানুষের সমর্থন।

নেলসন ম্যান্ডেলা, মহাত্মা গান্ধী
ইয়াসির আরাফাত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, প্রেসিডেন্ট রোজবেল্ট
এঁদের সবার সম্পদ মানুষের ভালবাসা
মানুষের সমর্থন ও বিশ্বাস।

এই যদি ইতিহাসের শিক্ষা হয়
এই যদি দেশ নায়কের সম্পদ হয়
তাহলে পত্রিকার শিরোনামে
টেলিভিশনের নীল পর্দায়
জেনারেল সুহার্তোর দুর্নীতি
দুর্নীতির জন্যে জেনারেল এরশাদের কারাবরণ
এমনটি কেন ?

তবে কি জেনারেল মার্কোজের লুটপাট
জেনারেল মবোতোর সম্পদ হরণ
জেনারেল আবাচার দুর্নীতি
ইতিহাসের আসল শিক্ষা ?

উন্নয়নশীল দেশসমূহে

সরকার প্রধানের পরিবর্তনে
নতুন সরকার পুরাতন সরকারকে
হেয় করতে পারলেই
মনে যেন শান্তি পান
সাফল্যের অট্টহাসিতে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী
বাংলাদেশে দুর্নীতির মহানায়ক হচ্ছেন
স্থায়ী আমলাতন্ত্রের কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী
তাই যদি হয়,
তাহলে সরকার পরিবর্তনেও
এদের হয়না কেন বিচার?

দুর্নীতির দায়ে এরশাদের কারাবরণ
দুর্নীতির দায়ে এরশাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
হুমায়ুন রশীদের পদত্যাগ ও পরবর্তীতে স্পীকার নির্বাচিত
তৃতীয় বিশ্বের এই উত্থান-পতন
অবাক হওয়ার!

Hunger

Give me, give me, give me a quarter,
Asked a homeless, wretched man
In the shivering streets of winter
Near the Harvard Square,
The seat of learning and the youth.

He is hungry
Hungry for food and coffee
He looks pale and old,
And he has nothing to eat nor a shelter
In this world of plentitudes.

I am rich, and I am full of youth and grace,
I was wearing costly winter clothes, warm and heavy
And I swear that I have more clothes than I need,
I just throw a coin out of pity
And I felt gracious and merciful.

The homeless is pale and hungry
And we feel pity for him as we do for a third world,

But do I ever think and reflect
That my hunger for more and more
May have resulted in him to be a homeless?

* * Awarded best poem of 1991 by the American poetry club, USA, Published in “Salam Argus” 1991.

Life and Twilight

Day’s sunshine is over
At the twilight of evenings,
And the night’s loneliness is over
At the dawn of the day,
Both dawn and twilight
Are very short indeed.

At every blinking of eyelids
And at every breath of mine
Life is passing quickly
An it never comes back.

Life may be compared
With that of the twilight or the dawn,
A few counted years of longivity.

Is life a twilight
And is it more precious than gold?
I am alert and ready
To have more gold,
But I am neither alert nor conscious
To save time
Am I an earthly guy?

বদরুল আলম রতন এর কবিতা

প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন প্রতিশ্রুতিশীল কর্মী বদরুল আলম রতন। সাংস্কৃতিক নগরী ময়মনসিংহে ১৯৬৯ সালে জন্ম। এ লেখকের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ব্রহ্মপুত্রের আর্শিবাদপুষ্ট প্রকৃতি নদের কূলে কূলে। চারুকলায় মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জনকারী এ কবি দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাময়িকীতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে *মরুপলাশ* সাহিত্যপত্রে নিয়মিত কবিতাচর্চা করে যাচ্ছেন। যৌথ কাব্যগ্রন্থ *'দেয়াল বিহীন কারাগার এর প্রেম* ইন্টারনেট এডিশনের জন্যে তিনি পাতায় পাতায় অলংকরণ করেছেন। এতে বিদগ্ধ পাঠকদের কাছে কবির কব্যিক চেতনাবোধ ও শৈল্পিক মেধা-মনন দু-ই পরিস্কারভাবে ধরা পড়বে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

তবুও কবি ও অঙ্কনশিল্পী এ লেখকের একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আমরা তুলে ধরছি সুপ্রিয় পাঠকদের উদ্দেশ্যে-
ছবি বা চিত্রকলা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ???
আমরা যারা নিম্ন উচ্চ মধ্যবিত্ত, তারা একটি সাধারণ ধারণা পোষন করে থাকি যে, চিত্রকলা স্রেফ সৌখিনতা ছাড়া অন্য কিছু- এলিট শ্রেণীর পণ্যের বিজ্ঞাপনী বিলাসী মিডিয়া।

সত্য বলতে কি চিত্রকলা হলো সভ্যতার ধারক মাধ্যম। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব সভ্যতার উন্মেষী জীবনধারার উন্নত আচার আচরণের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই গুহাচিত্রের দেয়ালে আঁকা ছবিগুলোতে। হিংস্র পশুর মরণ থাবা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তৈরী হলো অস্ত্রের ব্যবহার, তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো গুহাচিত্রের শিকারের দৃশ্যগুলোতে। প্রকৃতির নিষ্ঠুর থাবা থেকে মানুষের বাঁচার প্রচন্ড জীবন সংগ্রামের সাহসী তাগিদ থেকেই চিত্রকলার সৃষ্টি।

একান্ত অনুরোধ

অনিতা প্লিজ-
এই মধ্যরাতের প্রহসন সময়ে-
টেবিল ল্যাম্প নিভিয়োনা আজ
হৃদয়ের প্রেমে আনন্দ নেই
আছে অবিশ্বাসের দ্রোহ।

বাতাসের ঠোঁটে অশ্লীল গীতের
উৎসব বসায় ষড় ঋতুর সুকণ্ঠী পাখি।

হরহামেশায়, আয়েশী কুমারী সকাল
প্রসব করে খরতাপের অগিন্ বিলাপ শিশু।
তেজী দুপুর পুড়ে ছারকার
সুবর্ণ বিকেল তামাকের ধোঁয়ায়
মুছে দেয়, স্বপন্দৃষ্টির আলোক দিগন্ত রেখা

সুন্দরী সন্ধ্যের কালচে লাল আঁচলে
সমকাল স্বপেন্রা ধীরালয়ে বেয়ে উঠে হয়
নবজাতক শোয়াপোকা।

অস্থির রাতের চতুর গভীরতায়
স্বপেন্রা মেতে উঠে
অতৃপ্ত কামলীলায়
হৃদয়ের এই উৎসব মঞ্চেই হারিয়েছি
সদ্য ফোটা গোলাপের কলি
নতুন কোন অজানা এক বিমূর্ত কবিতা।

প্রাণেশ্বরী

চারুবাসভূম ছেড়ে যখন আসি চলে
মায়ামমতার শেষ শিখড় তৃণমূল
ভালবাসা তুমি, দাঁড়িয়ে রইলে ঠায়,
নিশ্চুপ অপারগতা নিয়ে।
স্বলাজ অভিমান নিয়ে নিঃশব্দে
তোমার মুখ পানে তাকাতে পারিনি আমি।
তোমার মুখশ্রী ছিল কি বৃক্ষের বেদনার
নীল পাতা, নাকি স্বস্তির নিঃশ্বাসে
উড়েছিলো খুশির উচ্ছল প্রজাপতি।
এখন,
আমার এক হাতে কবিতার পাণ্ডুলিপি
আর এক হাতে মৃত্যুর ছাড়পত্র
মাঝা-মাঝি কিছুই নেই, যেন অথৈই
কালো কৃষঃ বিবর
হৃদয়ের
অনন্ত সময়ের আপেক্ষিকতার ময়ুর
সিংহাসনে রাজর্ষী ভালোবাসার
শাদাগোলাপ নিয়ে বসে আছো তুমি-

আমি প্রেমপ্রার্থী, প্রেম দেবতা প্রমিথিউস-
অপরাধ আমার- নিঃশ্বাসের প্রতি টানে
চাই প্রেম-বিশুদ্ধ কবিতার বিশ্বাস।
আকাশে চিল আর শকুনের
দখলের মহড়া চলে প্রতি প্রহর
ভীত যুগল প্রেমিক, টিয়ে মাছ প্রজাপতি
চঞ্চল চড়ুই, শালিক, গাছের সবুজ
পাতার আড়ালে লুকায়ে বদলায় আকাশ।

আকাশ থেকে আকাশে উড়ে উড়ে
ক্লান্ত তাদের দেহমন।
আজকাল তাদের হয় না মধুর প্রার্থনার সঙ্গম।

নীলার চিঠি

আকাশের ঠিকানায় এই মাত্র
বেনামী চিঠি পেলাম।
চিঠিতে কোথাও পাইনি
ক্যামন আছে আমার নীলা আমার স্বদেশ
বাতাসে কেবলই শব্দ দূষণের হই-হুল্লোড়
বৃষ্টির এসিডে পুড়ে কবিতার পাণ্ডুলিপি
পড়ে আছে এস্ট্রেতে সবুজের ছাই!
বিড়ম্বিত প্রহরে তাই আমিও পুড়ি
রাঙ্গা-ঠোঁটে-ধবল ট্রিপল ফাইভ, বেনসন
গোল্ডলিফ স্পেশাল ফিল্টার
বন্ধ্যা মূহুর্তের
শাসনের নাগপাশ
মানি না এখন
খুব জরুরী জানাটা আমার
ক্যামন আছে আমার নীলা
আমার স্বদেশ
লাল সবুজের
অক্ষপটে।

তাহের ম. শায়েখ এর একগুচ্ছ কবিতা

তরুণ কবি তাহের ম. শায়েখ ধলেশ্বরীর কুলকুল ধ্বণি বুকে ধারণ করেই জন্ম নিয়েছেন। বলা যায় শৈশব থেকেই ধলেশ্বরীর উথাল পাতাল ঢেউ তাকে কবিতার ছন্দের যোগান দিয়ে আসছে। তাই তিনি প্রকৃতির প্রেমিক কবি। এ কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ ***নিষিদ্ধ উচ্চারণ*** । প্রবাস জীবনে তিনি অভীক নামক একটি বাংলা সাহিত্য ম্যাগাজিনের সম্পাদক। না এর বেশী এ তরুণ কবির কিছুই উদ্ধার করা যায়নি। কেননা তিনি প্রকাশ বিমুখ কবি। কিছুই প্রকাশ করতে চান না। তাই তিনি আমাদের তার নেপথ্য জানাননি। তবে আমরা নাইবা জানলাম কবির বিস্তারিত। তাঁর কবিতার মাধ্যমেই তাকে খুঁজে পাবো বলে বিশ্বাস করি। এ কবির পছন্দের কবি নির্মলেন্দু গুণ, শামসুর রাহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মাহবুব কামরান, মুজিবুর হক কবীর।

কবিতা আর নারী

কষ্ট-পুলকে জেগে থাকে নিষ্প্রভ জ্যোস্না।
নক্ষত্র-সমুদ্র উৎকণ্ঠা, বিবাগী স্বস্তি, উনিদ্র,
অপ্সরী তুমুল কাঁপে আলিঙন-ওমে
সংস্রবে প্রাচীন ঘ্রান উড়ে।
ভিন্ন চালচিত্রে নড়েচড়ে-
অসহ্য সুন্দর মুখ,সমুদ্র-গহিন চোখ
তামস-দীর্ঘ-রাত চুল
তুষার-স্নিগ্ধ উপত্যকা ঋদ্ধ স্তন
দেহ শিল্পিত মদিরা বন;
মগজে, হৃদয়ে মাতাল-মুখর,
শাসন মানে না দুরন্ত শব্দ-যোগ্য
আর মগ্ন কবি ..
ভালে ভুলে সম্ভোধন করে ভুল
মানুষ, নিস্পৃহ আমি নিভৃচারী;
সত্য জানে- ভুমিষ্ঠ কবিতা আর নারী ...

পাহাড়-সম-রাত যৌবনাবতী
কি ভাবে ধারন করে একটি দুপুর !!

স্বর্গের বারান্দায়

নো হোয়ার- কোথাও না;
শব্দ নেই- শুধু-ই বাতাসের দ্যোতনা,
কৈলষ্য নেই- শুধু-ই অনাবিল সৌন্দর্য
কুটিলতা নেই - শুধু-ই শুদ্ধিঃ

যুথিবন্ধ সহস্র পর্বতের কেয়ারী
নিঃসঙ্গ দাড়িয়ে আদিম পিতার
হবা'র মতো তোমাকে ডেকেছি ।

স্বপ্ন সাধের বাগানে ফুটে ফুল
মসৃন বাতাসে উড়ে তোমার খোলা চুল
সৌরভে বিভোর সময়ে
তোমাকে লক্ষ্য করে অক্লান্ত হেটেছি ক্রোশ
স্বর্গের বারন্দায়- আল উলা'র উপত্যকায়।

১৫ই আগষ্ট

খুজে রন্ধ্র তোয়াজ নেশা চারিদিকে অরুর নখর সংকুলতার বেপনে
প্রতিবাদ ডুবে যায় পৃথিবীর গদ্যে;

অপাংতেয় ছায়ায় মৌরসি গন্ধ শুঁকে ফিরে
নটঁ-ভঙ্গিতে ঝলসায়ে বীরত্ব অন্ধকারে,
ভাঙ্গো ঝন্ ঝন্ অহংকার
বিব্রত বিন্যাসে লুটায় নিঃশব্দে বিষ্ময় বদনে
ভালোবাসার তিলক পবিত্র নিশুতি
কেদেঁ উঠে কেউ
অশ্রুর শ্রাবন বুকে রক্তে ঢেউ,
ইতিহাস সম্ভ্রম-রক্ত ঋণে বাঙালী, বাংলা... রক্ত স্নাত মৃত্তিকা
হৃদয়ে অর্ধঃ নমিত জাতীয় পতাকা

বিধুর সন্তোপ খেলা করে সন্তর্পনে
দুর্বত্ত হবে-ই নির্মুল, শত্রুর পরাজয়,
নিভীক উঠবে জেগেপোহাবে রাত্রি।

ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত এর কবিতা

জন্ম ঃ ১৯৫৮ সালের ২ অক্টোবর চাঁদপুরের দক্ষিণ তরপুরচণ্ডী গ্রামে। প্রাইমারী, হাই স্কুল ও কলেজ জীবন শেষ হয় চাঁদপুর জেলা শহরেই। পেশায় মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী বাঙালিদের একমাত্র নিয়মিত সাহিত্যপত্র, মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বর্ষীয়ান প্রকাশনা *মরুপলাশ* এর সম্পাদক ও প্রকাশক। রিয়াদ থেকে প্রকাশিত আরও দুটি সাহিত্যপত্র *মোহনা* এবং *রূপসী চাঁদপুর* এর তিনি প্রধান সম্পাদক। রিয়াদে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম এর সভাপতি। *মরুপলাশ* (বইপত্র) গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা র তিনি স্বত্ত্বাধিকারী।

বাবা মায়ের নাম বেগম নূরেরনেছা আলী ও মরহুম দেওয়ান বশরত আলী। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় (কবিতা) হাই স্কুল জীবনে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে স্কুলের দেয়াল পত্রিকায়। পরে চাঁদপুর সরকারী কলেজ এ অধ্যয়নকালে কলেজ ম্যাগাজিনে।
কলেজ জীবন থেকেই বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হতে থাকে ঢাকার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকীতে। কলেজে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রাবস্থায় প্রথম গ্রন্থ *(প্রেম অনলে)* নামক গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ঢাকার লেলিহান সাহিত্যগোষ্ঠির প্রকাশনা থেকে। এরই কিছু কাল পূর্বে চাঁদপুর টাউনহলে মঞ্চস্থ হয় লেখকের তিনটি নাটক *(ক্ষিপ্ত প্রতিশোধ, অতীত কথা বলে ও ঝরা মুকুল)* সরাসরি লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে।

লেখক মূলতঃ শিশু সাহিত্যিক। শিশু বিষয়ক কথকথা ও ছন্দ নিয়েই তার দিনরাত্রি। শিশুতোষ ও বক্তব্যধর্মী ছড়াগ্রন্থের সংখ্যা ১০টি। আরও রয়েছে গল্পগ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ, শিশু ও কিশোর উপযোগী বিদেশী গল্পের অনুবাদ গ্রন্থ।

লেখকের প্রিয় কবি এ গ্রন্থে অংশগ্রহণকারী সকলেই। কেননা বিদেশ জীবনে ১৯৮৪ সাল হতে এই সকল কবি সাহিত্যিকদের নিয়েই লেখকের সকল আয়োজন। রিয়াদ থেকে লেখক কর্তৃক সম্পাদিত সাহিত্যপত্র *মরুপলাশ, রূপসী চাঁদপুর, মোহনা,* সহ লেখকের অন্যান্য প্রায় সবগুলো গ্রন্থই বর্তমানে ইন্টারনেট সংস্করণে রয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আশীর্বাদে এখন পৃথিবীর যে কোন স্থান হতে লেখকের বই, ম্যাগাজিন গুলো সহজেই পড়া যায়।

গেরিলা প্রেমের পদধ্বনি

সেদিন পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূর থেকে
অনুরোধ করেছিলে
মোবাইলে
আকুল কণ্ঠে-
লিখতে তোমায় বর্ণিল সব শব্দ দিয়ে
একখানা প্রেমপত্র
কিংবা সহজ-সরল প্রেমের ভাষায়
একটি প্রেমের কবিতা।
যাতে প্রতিটি শব্দে ও বাক্যে থাকবে
আবেগ গলানো ভালোবাসার নির্যাস

ঠিক যেন শরতের পাতা হতে ঝরা শিশির।
হৃদয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভালোলাগার মমতায়
থাকতে হবে প্রতিটি পংক্তি
একেবারে জবজবে ভিজে।
আরো বলেছিলে-
চিঠির সূচনায় থাকতেই হবে
মিষ্টি মধূর সব সম্বোধন
যেমন- ওগো মোর মাধবীলতা, চঞ্চলতা,
কিংবা ওগো মোর চাঁদনীরাত, ধলেশ্বরী
নতুবা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।

চিঠির বুকে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে থাকবে
থাকতেই হবে অফুরন্ত সোহাগ-মাখা শব্দাবলী
যা থেকে চুয়ে চুযে পড়বে প্রেমরস
যেমন ঝরে পড়ে প্রভাতে গোলাপের পাপড়ি হতে
শরৎ কিংবা হেমন্তের শিশির।

কবিতাই লিখি আর প্রেমপত্র
তার উপসংহারে যেন থাকে
তোমার অঙ্গ, চাহনীর বন্দনাগীত

যা পড়তে গিয়ে তুমি হতে পারো
শিহরিত, পুলকিত, ছন্দিত
ছন্দে ছন্দে নেচে ওঠে যেন তোমার বুক ও শরীর।
শেষান্তে যেন লিখি- ইতি তোমারই আমি।
এর পরপরই রিসিভারে এক প্রবল আকর্ষনীয়
চুম্বনের শব্দে পিলে উল্টে যায় আমার কাব্যলক্ষ্মীর
আমি টের পাই পংকিল রক্ত কণিকার চরম দাপাদাপি
পাই যেন গেরিলা প্রেমের পদধ্বনি!
স্যরি প্রিয়দর্শিনী
তাই আর লেখা হলো না প্রেমপত্র কিংবা কবিতার পাপড়ি
কেননা আমি নিজেই হয়ে গেছি এক বল্গাহারা প্রেম-দেওয়ানা!!

সকাল-সন্ধ্যা মরি - প্রতিদিন মরি

বিশুস্ক হৃদয় মরুতে যে বারিবর্ষণ দিলে
জাগালে যে সমুদ্রে উথাল-পাতাল ঢেউ
সে তুমি হে নারী সুশীতল মন্দাকিনী।
এতোদিনতো ভালোই ছিলাম
ছিলো না চোখে
রঙতুলি, ক্যানভাস
ছিলো না মনে
স্বপ্নীল পায়রার ডানা ঝাপটানি,
সুরের কাতরতা।
হাছনা-হেনার মাতাল সুবাসে উতলা হতো না মন
সবুজ গোরা সাপের মতো।
সেই আমি আজ বদলে গেছি আমূল
তারও সঙ্গত কারণ তুমি....

প্রতিকূল বাতাসের রাজ্যে আমার বসবাস
তাই মন পবনে ওড়ে না আর সোনালী পাল
নিজকে বানিয়ে রেখেছি
কাফন জড়ানো এক জীবন্ত লাশে!
আমার মতো করেই আমি বেঁচে ছিলাম।

মোহন বাঁশির সুরতো ভুলে গেছি সেই কবে জানি না
দোয়েল-কোয়েলতো এখানে স্বপ্নেও ধরা দেয় না

অথচ আজকাল ঘুঘু আর চড়ুঁই পাখির ডাকে
উদাস বাউল হয়ে যাই।
গাইতে থাকি বাংলার কোন বাউল গায়কের মতো
তার শেকড়েও তুমি শুধু তুমি।

তুমিই জাগিয়ে দিলে আমার চেতনার কোষে কোষে
সব কটা ঘুমন্ত কীট-পতঙ্গকে
জাগাংলে মন ময়ুরীকে।
যখনি পেখম মেলেছে সেই আমার মনময়ুরী;
ঠিক তখনি তুমি নেই
কোথাও নেই! হয়তো চলে গেছো
দিগন্ত দৃষ্টির শেষান্তে
তাই আজ প্রতিক্ষণ আমি মরি,
সকাল-সন্ধ্যা মরি

দিনের পর দিন মরি
এ মরা যে অসহ্য যন্ত্রণার মরা!!

প্রিয়ার মনের ঢেউ

পাহাড় বুকে ঝরণা দেখে
পাখ্-পাখালি যাচ্ছে ডেকে
ঝরণা দেখে মনটা জাগে
চঞ্চলতার অনুরাগে।

উথ্লে ওঠে প্রেমের জোয়ার
পাগলা হাতে প্রিতম ছোঁয়ার
কিন্তু প্রিয়ার মনটি যেন
সাত-সাগরের ঢেউ,
প্রিয়ার মনের ঢেউগুলো কী
গুণতি পারে কেউ!?

লাগাম বিহীন মন

লাগাম বিহীন ঘোড়ার মতো
মনটি আমার ছুটতে থাকে,
পাখির মতো শুন্যে উড়ে
আকাশ নীলও লুটতে থাকে।

মুক্ত পাখির মনটি হঠাৎ
কার মনেতে বন্দী হলো
কার সাথে তার প্রথম দেখা
কার সাথে ফের সন্ধি হলো!?

কী জানি কোন প্রেমের ছোঁয়ায়
আজকে আমি উদাস কবি,
চোখের ঝিলে ভাসতে দেখি
সেই অজানা প্রিয়ার ছবি।

এসো হে বৈশাখ এসো

এসো হে বৈশাখ এসো
ঋতুরাজের বর্ণিল চুমু শেষে
গ্রীস্মের দাবদাহ নির্মেঘ আকাশে
গেরুয়া বসনে ক্ষ্যাপা বাউলের একতারাতে
কবি জসিমের নকশীকাঁথার মাঠে
কিংবা তুমি এসো সোঁজন বাদিয়ার ঘাটে
আমার চোখে রঙধনু হয়ে বর্ণালী ধারাপাতে
এসো তুমি আজ শত রঙ নিয়ে এসো।

এসো হে বৈশাখ এসো
রবি ঠাকুরের বিশ্বমানবতার গানে গানে
হাছন-লালনের উদাসী বাউল প্রাণে
শ্যামা-দোয়েলের শিস্ দেয়া টানে,

তুমি এসো পুরাতন -পচার বিনাশী আচরণে
ট্রাফালগার স্কোয়ারের সিংহমূর্তির ভীষণ গর্জনে
ভয়ংকর সুন্দর দু'টি আঁখি নিয়ে তুমি এসো!!

তুমি এসো আজ এসো
দূর প্রবাসে বাঙালির হৃদয়-বুকে
তালপাতার বাঁশি, বটতলার মেলা সুখে
শানকি ভরা পান্তা-মরিচের স্বাদে
সোঁদা মাটির গন্ধ পেতে এ মন-মৃত্তিকা কাঁদে
হাজার বছরের স্বজন তুমি,
তুমিই সাহস-ডর!
লাখো মানুষের বুকে গড় তুমিই বিরানচর
কবির ভাষায় তবু গেয়ে ওঠে ওরা -
'ওই নতুনের কেতন উড়ে কাল বোশেখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বণি কর, তোরা সব জয়ধ্বণি কর।।

কবিতার মানসী

ক্রিং ক্রিং টেলিফোন রিং এর শব্দে
আমার মগন্ চৈতন্যের দ্বার খুলে গেলো
আলতোভাবে রিসিভার হাতে তুলে নিতেই
অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো
কিছু মিষ্টি মধুর বাঙলা শব্দ মালা -
ঃ কেমন আছো প্রেমিক কবি, আমাকে চিন্তে পারছো?
না। চিন্তে পারবে না।
কেননা দেখা হয়নি, কথা হয়নি কখনো। কোনদিন।
তা হলে আমিই বলছি -
আমি সেই যে তোমার কাব্যলক্ষী , কবিতার মানসী
যাকে না দেখেও কল্পনার রঙ তুলি মেখে মেখে
লিখে যাচ্ছো অবিরাম
কতো শতো গান আর কবিতার মঞ্জুরী।

যাকে তুমি বলো, ঝুর ঝুর বকুলের গন্ধে
মৌ-মৌ সারা দেহমন
যার নির্যাস টেনে টেনে
গড়ে যাও কবিতার দেহ, গানের কলি আর গল্পের ভূমি
তাকে কি একটিবারও দেখতে চায়নি মন?

অবাক বিস্ময়ে শোনে যাই তার কথা!
এর পরে বলি - লিখতে গিয়ে কতো নামইতো
বর্ণালী হয়ে ফুটে ওঠে কলমের ডগায়
আর সে নামের সাথে যদি তোমার নাম ঠিক-ঠিক
মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়ে থাকে। তবে-
সত্যিইতো তুমি আমার কবিতার মানসী।
আমার ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করো হে মরুর গোধুলী।
সবুজ সত্যি কি জানো
আড়ালে আছো বলেই লেখা যায় তোমায় নিয়ে
রোমান্টিক কবিতা, গান আর ছন্দের ছলা-কলা
গড়া যায় স্বপনীল বাসর
সামনে এলে হয়তো আর যাবে না লেখা কস্মিন কালেও কিছু
বলা যাবে না হৃদয়ের অর্গল খুলে জট্ বাঁধা কথাগুলো।
সেই ভালো তুমি আমার কবিতার মানসী,
প্রিয়তমাসু হয়ে থেকো
দূর থেকে দিয়ে যাও শুভাশীষ আর
ভালোবাসার পাপড়ি।

হয়তোবা কোন একদিন মূখর বসন্তের
কোনো রঙ ঝরা গোধুলীতে
মিলিত হবো দু'টি নদী একই মোহনায়
যেমন মিলিত হয়েছে পদ্মা ,মেঘনা ও ডাকাতিয়া।
সে দিনের প্রত্যাশায় এক গোছা রজনীগন্ধা
আর তাজা বেলী ফুলের মালা হাতে নিয়ে
বসে থাকবো। বলবো-প্রিয়ে তোমারী প্রতীক্ষায় আছি।
যদিও কেঁদে কেঁদে ফিরে যাবে
অনেক গুলো উদাসী ফাগুন
আর ঝরে যাবে গাঁথা মালার ফুলগুলো।।
(২৪ জানু ৯৫ রিয়াদ)

শেখ আবুল বাশার এর কবিতা

জন্মঃ ১৯৫৮ সালের ৩০ জুন পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার তারাবুনিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। পিতা-মাতার নামঃ শেখ আবদুল খালেক ও মিসেস মাজেদা বেগম। পেশায় চাররিজীবি। প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে লেখকের স্বসম্পাদিত সংকলন *রক্ত গোলাপ* এ। এরপর স্বদেশের ও বিদেশের বিভিন্ন বাঙলা প্রকাশনায় বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বাঙলা সাহিত্যপত্র *মরুপলাশ* এ নিয়মিত লেখালেখিচর্চা। তিনি রিয়াদে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাইটার্স ফোরাম এর সাধারণ সম্পাদক এবং এ সংগঠনের মুখপত্র *মোহনা* দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদক।
ভোরের পদ্মকলি ও *স্মৃতির দর্পণে* নামক দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়।

আমার চেতনা

ইতিহাস কালের তুমি নীরব সাক্ষী
ফাগুনে শ্যামল বাংলায় ফোটে ফুল
শিমুল কিংশুক পলাশ ডালে ফিরে আসে নবজাগরণ
মৃতপ্রায় জীবনে ডেকে যায় প্রত্যয়ের বান ।

শুধু কালো ব্যাজ, নগ্নপায়ে প্রভাতফেরীতে নয়
আসে উত্থান-অধিকার-স্বাধিকার আদায়ের
শোক হয় শক্তি সন্ধান করে ঐতিহ্য-শেকড়ের
বায়ান্ন-একাত্তরে মিশে যায় বিপুল উদ্দামে এক মোহনায়।

একুশ আমার চেতনা-অহংকার-আত্মপরিচয়
ঘোর তমশায় তুমি কান্ডারি জাতির বিবেকের
সময়ের ধারাপাতে তুমি দিয়েছ স্বাধীনতা
সময়ের সোপানে পেয়েছ তুমি বিশ্বজনীন সম্মাননা।

তবুও কোথায় যেন এরই মাঝে ফোটে বিষবৃক্ষফুল !
ড্রাকুলা মোহিনী ডাকিনীর নিঃশ্বাষে কেঁপে ওঠে ধরাতল
আজ চাই একুশের মন, চাই একুশের দূর্মর শক্তি
দূর্ভাগা জাতিকে এনে দিক আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি ।।

স্বাধীনতা

(আমার প্রিয় শিক্ষক অধ্যক্ষ আফতাব উদ্দীন আহমেদ শ্রদ্ধাভাজনেষু)

স্বাধীনতা
ছোট্ট একটি শব্দ
একটি অভিব্যক্তি, একটি জাতির মুক্তি
বাঙলা বাঙালির নিপীড়িত জনতার।

স্বাধীনতা
এক অব্যক্ত আনন্দ
ছোট্ট শিশুর আলতো কঁচি ঠোঁটে
যে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ কলি।

স্বাধীনতা
এক দুর্বার গতি
কল্লোল ভরা মধুমতির বুকে
পালতোলা ধাবমান তরী
সরিষা ফুলে এলোমেলো বায়
পাহাড়ী ঝর্ণা যে দূর্বার দূর্জয়।

স্বাধীনতা
ভাব, ভাষা, অভিব্যক্তি প্রকাশের
শাশ্বত এ বাঙলাকে ভালোবাসার
সূর্য সন্তানকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানাবার
সে আমার জন্মগত আজন্ম অধিকার।

মুক্ত পৃথিবীর শিশু

(অবহেলিত লাখো সোনামণিকে)

মুক্ত পৃথিবীর আলো বায়ু জল সবই আমাদের তরে
প্রকৃতির দান শস্য-শ্যামল রয়েছে থরে থরে।
শিশুকে আমার মাতিয়ে রাখি কতনা আদর করে,
কত যে শিশু বিনিদ্র কাঁদে নোংড়া বস্তিতে পড়ে।

আদর সোহাগ মেলেনি জীবনে রোগের পথ্যতো ছার,
কঁচি সোনামুখ পোড়ে রোদ জলে শিশু শ্রম দিতে তার।
শীতের পোষাক জোটেনিকো দেহে পেট জ্বলে তার ভূখে
লড়ছে নিতুই বাঁচার সে লড়াই বিশাল ধরার বুকে।

ঘুম পাড়ানীর মাসিপিসি কভু আসেনা এই আঙ্গিনায়,

চাঁদ মামা এসে কাটে না টিপ কোন সুরের মূর্ছনায়।
পেঁচক চারিণী আর বীণাপানি বস্তি দেখেনি কভু
জঠর জ্বালা, জ্বরাসরা নিয়ে লড়ে যায় ওরা তবু।

ওদের হাতে তুলে দিয়ে পুঁথি জুড়ায়ে জঠর জ্বালা,
কিছুটা হলেও ঋণ শুধিবার এসেছে যে আজ পালা।
সেন্হ বঞ্চিত লাখো শিশুদের দিতে হবে করে ঠাই
শিশুদের তরে ভেদাভেদ ভুলে এসো সত্যের গান গাই।

বাতেন রহমান এর কবিতা

জন্ম ঃ ১৯৬৬ সালের ৫ই মে নাটোরের বড়াই গ্রাম থানার দিঘইর (বন্নাপাড়া) গ্রামে। পেশায় মধ্যপ্রাচ্যে চাকরিজীবি। পিতা-মাতার নাম জনাব আবদুর রহমান ও বিবি খিরমন। প্রথম লেখা (কবিতা) প্রকাশিত হয় টাঙ্গাইল বার্তায় ১৯৮৯ সালে। এরপর মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসী বাঙালিদের নিয়মিত সাহিত্যপত্র মরুপলাশ এ লেখালেখি চর্চা ও প্রকাশ। প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা দুই। উপন্যাস ঃ *বাসর চিঠি* ও *মুক্তিযোদ্ধা এক মা* । প্রকাশিতব্য- প্রিয়াঙ্কা বধু, হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া একঝাঁক প্রণয় কথা, ভালোবাসার নীলঝাঁপি (কাব্যগ্রন্থ) মুক্তিযুদ্ধের খন্ড চিত্র, ভালোবাসা এবং ভালোবাসা (উপন্যাস) আপার চিঠি (গল্পগ্রন্থ)।
প্রিয় কবি শামসুর রাহমান, আল মুজাহিদী, জীবনানন্দ দাশ।

ভালোবাসার গোলাম

আর একটু বসো-
বসো তুমি আমার মুখোমুখি
তোমার কেশারণ্য উদার আকাশে ছড়িয়ে,
দেখি তোমায় প্রত্যাশার সব জানালা খুলে।

আর কখনও পাবো না তোমায়
এমনি একলা এমন প্রেমভেজা সাঁঝে
তুমি বাঁধছ ঘর ভালোবাসার অন্য নগরে।

তৃষ্ণা জমেছে আমর বুকে শতাব্দি কাঁপানো
দেখ তুমি তোমার সচেতন হাতের স্পর্শে
আমার হৃদয় সাগরে জন্মেছে কত হাজার সাহারা-
সেই সাহারার ধূলিঝড় কেমন উড়িয়ে নিচ্ছে
আমার এতকালের স্বপন চোখের প্রেমপরাগ অনাদরে।

তুমি এখনই উঠবে?
লোক নিন্দার আজও এতো ভয়?

আজকের এই অনঙ্গ রাতটি পৌছুক না হয়
যৌবনের সমুদ্রে-
যা স্মৃতি হয়ে থাকবে জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস অব্দি।

দাও,
দাওনা বাবা, তোমার ঐ গোলাপ রাঙা হাত দুটি,
ওষ্ঠদ্বয়ের রেখা আর একবিন্দু অশ্রু
ছুঁয়ে দেখি কত বছরের প্রেম করেছ জমা-
নান্দনিক, শাণিত তোমার, হৃদস্পন্দনে কেন জড়তা?

মানুষ কখনও অবাঞ্চিত হয় না....
মানুষ বিধাতার প্রিয় সৃষ্টি...
সমাজ, মানুষের গড়া আইন-বিধান
উন্মুক্ত ভালবাসায় বিধিয়েছে ভেদাভেদ
অবিশ্বাস এবং ঘৃণার সুতীক্ষ্ণ তরবারি

তুমি দুঃসাহসিক প্রেমিকা হও..
ব্রত কর প্রেম সকল আবদ্ধ তালার চাবি।
তুমি উঠছ?
যাচ্ছ তুমি সত্যিই?
চিরকাল শুনেছি ভালবাসা সৃষ্টিশীল.....
ভালবাসা কারিগর...
ভালবাসার গোলাম সকল সৃষ্টি।

একুশ এবং আমি

(ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত শ্রদ্ধাভাজনেষু)

একুশ এলেই আমার বুকটা টান টান হয়
রক্ত আর কান্নার মেলা পূর্ণ হয়
শিরা উপশিরা চোখের ভাষা এবং
গতরের পত্রহীন শাখা প্রশাখাতে-
নতুন কুঁড়ি লাফিয়ে উঠে
শীতের শীর্ণতায় মুখ বুজে থাকা শামুক-
বর্ষার জলবৃষ্টি পেলে যেমন শিং চোখ এবং
বন্ধ দুয়ার মেলে বুকে নেয়
জলের ডাগর উষ্ণতা - তেমনি
একুশ এলে আমার গতরের বন্ধ সকল
দ্বার, জীর্ণতা টগবগিয়ে উঠে-

সারাটা বছর লেপের নিচে গুজেঁ রাখা আমার
মুখ উঁকিঝুঁকি তোলে মিথ্যা ভাষণ, মিছিল
বক্তৃতার মঞ্চে। বিষভরা আমার শরীর
এক ঝিলিক হাসি জনতার উদ্দেশে ছুড়ে
শহীদদের একতোড়া ফুল দিই
সিক্ত নয়ন মুছতে মুছতে
নগ্ন পায়ে কুয়াশার শিশির মাড়িয়ে
কাঁদি পেঁয়াজো কান্না! আর গলা সাধি
একুশের গানে-

একুশের দিনে ঘুরি শহরময়
শহীদ মিনার, প্রেস ক্লাব, বিদ্যাপীঠ.....
একুশ বিদায়ঃ
লেপ আবার আমাকে টানে
নিদ্রা যাই, দিবা নিদ্রা
শীতার্ত শামুকের মতো
দেহলতা গুটাই খোলের ভেতর।
আর মাঝে মধ্যে ঃ
আরমোড়া ভাঙ্গি.....

রণজিৎ রায় এর কবিতা

জন্মঃ ১৯৪৬ সালের ৩১ মার্চ পিরোজপুর জেলার দীঘিরজান গ্রামে এক কুলীন হিন্দু পরিবারে। পিতার নাম কালীনাথ রায়। পেশায় শিক্ষকতা। লেখকের প্রধান সখ কবিতার পাশাপাশি ছবি আঁকা। হাই স্কুল জীবন থেকেই তাঁর লেখা স্থানীয় বিভিন্ন সংকলনে প্রকাশিত হতে থাকে। তার লেখা কয়েকটি নাটক ইতিমধ্যে কয়েকবারই মঞ্চস্থ হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকায় দুহাত ভরে লিখছেন। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী বাঙালি সাহিত্য প্রেমিকদের নিয়মিত সাহিত্যপত্র *মরুপলাশ* এ নিয়মিত লিখে আসছেন।

সুযোগ পেলে তিনি তার অঙ্কনের উৎকর্ষতা দেখাতে পারতেন। তিনি *মরুপলাশ* কে জানান অতীব ক্ষোভের সঙ্গে তার সেই যন্ত্রণার কথাগুলো। লেখক আরও জানান, তার জীবনের অধিকাংশ লেখাই অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। যা প্রকাশিত হলে আমাদের দেশ-জাতি খুবই উপকৃত হতো। এ কবির একটি দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে পাঠকদের কাছে কবির লেখার ও বলার ভঙ্গিটি তুলে ধরা হলো...
সম্পাদক, মরুপলাশ।

বিদ্রোহিনী আমি নারী

বিদ্রোহিনী আমি নারী আমি বীরাঙ্গনা
আমি পাগলিনী, ছিন্ন করি প্রতারণা
পুরুষের চক্রজাল; জেগেছে এবার
শাশ্বত নারীর সত্ত্বা দুরন্ত-দূর্বার
শূণ্যে অমিত্ বেগে যেন ক্ষিপ্ত উল্কা
মরণে জীবন বেগ ছিন্ন করি বল্গা।

কঠিন পাষাণ ভারে শত শতাব্দীর
রুদ্ধ সে বিসুভিয়স উন্মত্ত অধীর
তীব্র এক বিস্ফোরণে পর্বত উড়ায়ে
অগিন্শ্রাবী রক্তশিখা পড়েছে ছড়ায়ে
গ্রাসিল লাভার স্রোতে পম্পাই নগরী
ধরণীর ক্ষিপ্ত ক্রোধ আমি রহস্য নারী।

সৃজনে প্রয়োজনে পূর্ণ মর্যাদায়
সৃজিলাম পুরুষেরে মাতৃ তাড়নায়
খোঁজ সেই ইতিহাস আদি পৃথিবীর
প্রাণের প্রবাহে কত রহস্য গভীর।

সৃষ্টির প্রথম রূপে এইতো সেদিন
বিবর্তনের শেষ প্রান্তে প্রাণস্পন্দ ক্ষীণ
বিচ্ছিন্ন একটি সত্ত্বা নারী বক্ষ হতে
স্বতন্ত্র পুরুষ হলো ঘটনার স্রোতে।

হে পুরুষ তব বক্ষে নারী চিহ্ন রেখা
নীরব নির্জন তটে ভাব একা একা
কৃত্রিম তোমরা সবে নারী কক্ষচ্যুত
সিন্ধু বক্ষ হতে যথা মেঘেরা উদ্ভূত
অসংখ্য ঘটনা ঘটে নর রূপান্তরে
নারী রূপান্তর জীন্ খোঁজ যুগান্তরে।

সমুদ্র মন্থিত জল ওঠে উর্ধ্বাকাশে
টানিছে ধরিত্রী বক্ষে নিঃশব্দে নিঃশেষে
বিক্ষুব্দ মেঘের পুঞ্জের বজ্র বিদ্যুত
বিদ্রোহী করেছে তবু হতেছে বিদ্যুত
পড়েছে গলিত হয়ে লয়ে প্রাণধারা
আপনা আপনি শোভে সিন্দ্ধ বসুন্ধরা।

শাহজাহান রচে নাই যমুনার তাজ
পুঞ্জ পুঞ্জ প্রেমে প্রিয়া মমতাজ
গড়েছে অন্তরে তারপরে মূর্তি ধরি
জেগেছিল প্রেম শিখা মর্মম প্রহরী
সে প্রেম সে আনন্দ নারীর অধিকার
পুরুষের প্রেম শুধু তীব্র কামনার।

পদ্মিনীর আত্মায় আজো অসংখ্য জিজ্ঞাসা
এখনো হয়েছে মুক্ত ঘুণিত লালসা!
পুরুষের বীর্যবল নারীর কারণে
প্রকম্পিত মহাকাব্য বল কেনা জানে
লুকায়ে রেখেছে কেন ছলনার গ্লানি
অবহেলা কেন কর হৃদয়ের রাণী?
নারীর সৌন্দর্য নহে পুরুষের তরে
প্রাণের প্রবাহ চায় মাতৃরূপ ধরে
তাকাও বিশাল বিশ্বে নর লাগি নয়
নিয়ে এসো একবার পুস্প পরিচয়।

জন্মগত ভগিরথ পিতৃশক্তিহীন
কিন্তু কভু শোধ্য নয় কভূ মাতৃ ঋণ
সেই তেজ বীর্য লয়ে দেহে বলীয়ান
পাশবিক আচরণে ধরা কম্পমান।
রুদ্ধ কক্ষে অন্ধকূপে মাতৃমহিমা
বন্দিনী করেছো আর লেপেছো কালিমা
করেছ সম্ভোগ উগ্র মদিরার স্রোতে
শাস্ত্রে কর প্রতারণা লিখে নানা পথে

আদিম সভ্যতা হতে সেই নিষ্পেষণে
হারিয়েছি দেহবল শাসনে শোষনে।
বিলাস সামগ্রী যথা ড্রেসিং টেবিলে
মূল্যমান কমে যাবে প্যাকিং খুলিলে
আর কত প্রতারণা শোনরে পুরুষ
নারীরা এখন নয় অজ্ঞান বেহুশ।

বিষাক্ত পতঙ্গ তার মুখে তীব্র হুল
বক্ষে ধরি চিরকাল মোরা সেই ফুল
রূপ রসে মধু গন্ধে কন্যা ধরিত্রীর
চির পরাজয় হেথা হোক শ্রেষ্ঠ বীর
ঐ দ্যাখো মহাকাশ নারী মূর্তি ধরি
সন্তান রক্ষার্থে হেথা অতন্দ্র প্রহরী।
ভোলানাথ, মহাদেব মত্ত মোহমদে
পিতৃত্ব দলিত হয় চির মাতৃপদে
তোমাদের বাৎসল্য তো স্ত্রী যতদিন
চিপত্নীক পুরুষের হৃদয় কঠিন।

সেবা শুশ্রুষা আর সস্নেহ করুণায়
মুমূর্ষ রোগীর কাছে মাতৃপরিচয়
স্বীকার করেও তবু বল-বীর্য তেজে
আর কতোকাল রবে প্রতারক সেজে?
আমাদের কাছে আজ মহাসত্য মত
উদ্‌ঘাটিত সব যেন দিবালোকের মত
কৃত্রিমতার চূড়ান্তে সত্য অভিসার
খুলিয়া গিয়াছে আজ সব রুদ্ধ দ্বার।

সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ
নারীর সে অধিকার সে সত্য চিরন্তন
আঁধারে মাটির প্রদীপ নহে সূর্যালোকে
বন্দিনী আর নহে মায়ার কুহকে
নেব মোরা অধিকার এই পৃথিবীর
পলিতে মায়ের মত গড়ি স্নেহনীড়।

ফিরোজ খান-এর কবিতা

কৈশোর থেকেই লেখালেখির সাথে সখ্যতা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞানে অনার্স সহ মাষ্টার্স শেষে ঐ একই সালে বি, সি, এস ইকোনোমিক ক্যাডারে অর্থমন্ত্রনালয়ে যোগদান। পরিবারের উৎসাহ থেকেই সৃজনশীল জগৎটির প্রতি আকৃষ্ট এবং ভাললাগা এ ভূবনে এগিয়ে দিয়েছে একধাপ। ১৯৬৯ সালে দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে প্রকাশিত হয় তার একটি ছড়া। উৎসাহ বেড়ে যায় আকাশ সমান। স্বাধীনতার পর ৭২-এর মার্চে একটি দৈনিকে প্রকাশিত হয় কবি জীবনানন্দকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা। তারপর দে-ছুট কবিতার স্বর্ণকান্তি মাঠে। কবিতাই তখন থেকে হয়ে ওঠে লেখার মূল উপজীব্য। স্থায়ীনিবাস মানিকগঞ্জ জিলার সাটুরিয়া থানার বরাইদ গ্রামে। ১৯৫৭ সালের ১০জুন ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণকারী এ কবি এখনো লিখে চলছেন কবিতা। গভীর মমতা মেশানো অনুভূতিতে, নিপুণ ভাস্করের মতো বিনির্মাণ করছেন কবিতার শরীর। তাঁর কবিতার অবয়বে জীবনবোধের নন্দন দর্শন প্রতিভাসিত। কবিতায় কঠিন কথা সহজ করে বলা তার মুন্সিয়ানা। দৃষ্টি প্রসারিত করে কবিতার জন্য তিনি খুঁজে নেন প্রকৃতির কোমল সব রূপ। তার কবিতার তনুশ্রী প্রিয়ংবদা নারীর মতোই অপরূপ। বিমূর্ততার পাশ দিয়েই কবি হেটে যান কিন্তু ভাবনাগুলো তার কবিতায় থাকে মূর্তমান।

কবিতার সঙ্গে তার বসবাস হলেও গল্প, উপন্যাসের সঙ্গে রেখেছেন সম্পর্ক। এ কবির *আলোর যুবতি* নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ বর্তমানে রয়েছে ইন্টানেট সংস্করণে। যার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা বাংলাদেশ এর মাধ্যমে গত অমর একুশে বইমেলা-২০০২ এ। উল্লেখ্য এ কবির গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসী বাঙালি কবিদের মাঝে *প্রধান কবি* হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন। আশির দশকে তার নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় চেতনা, উন্মেষ, বিকাশ ও বিবর্তন নামে চারটি সাহিত্যপত্রিকা। রিয়াদ থেকে প্রকাশিত *মরুপলাশ, মোহনা ও অন্যধারা* সাহিত্যপত্রের উপদেষ্টা হিসেবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন সুদীর্ঘকাল থেকেই। কবির আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ *নীল সমুদ্রে ঘর* ও *প্রত্যাশিত কারাবাস,* দুটি উপন্যাস- *ফেব্রারী সময়গুলো* ও *প্রবাসে পরবাসে* এবং একটি গল্পগ্রন্থ *কতদিন দেখিনি* প্রকাশের অপেক্ষায়। এ ছাড়া দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে প্রচুর প্রবন্ধ। তবু কবিতাই তার কাছে প্রিয়, কবিতাই তার কাছে শ্রেষ্ট।

প্রিয় কবি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ ও নজরুল ইসলাম। ইংরেজ কবির মধ্যে জন কীটস, শেকস্পিয়ার ও শেলী।

ভোরের প্রত্যাশায়

রাতের আকাশ যখন হেলে পড়ে

পূবের উঠানে
মিনারে মিনারে উচ্চকিত হয়
বিধাতার শ্রেষ্টত্বের বাণী
আমি তখনও অন্ধকারে তরী বাই
আরেকটি সকাল অপেক্ষা করে
আমার বুক পকেটে
আমি ভোরের শীতল হাওয়ায়
শিস দিয়ে বলি-
পাখি সব করে রব.. রাতি পোহাইল

দিনের কুটিল মুখে রোদের ঝিলিক খেলে
আর ফুটে উঠে শ্বাপদের মত
কিলবিল মানুষের অবয়ব
আমার সর্বাঙ্গ শির শির করে
আর আমি সাপুড়ের মন্ত্র পড়ি
ফিস্ ফিস্ করে
প্রভূ আমায় রক্ষা কর প্রভূ
এই সব বিষধরের অনিষ্ট থেকে!
বাহুতে বাধাঁ থাকে সততার রক্ষা কবজ
সারাক্ষণ প্রার্থনার ভঙ্গিতে
নুইয়ে থাকে মস্তক আমার।

পূণ্য পুরুষের ভ্রুণ

শরীরে শরীর ঘনিয়ে এলে
জৈবিক মেঘেরা মেলে ধরে পাখা

আদিম বন্যসন্ধানে ডুব দ্যায়
সৃষ্টির শুক্রক্রীটগুলো
ফ্যাস ফ্যাস কথোপকথনে
জীবনের বৃত্তে সাতার কাটে
গৌতম বুদ্ধের ভ্রুণ।

এরূপ যোজন-যোজন ডুব সাতারে
প্রতিদিন বৃক্ষরা ফলবতি হয়
লক্ষকোটি ফলের নৈবদ্যের থালায়
কবি শুধু অমৃতের সন্ধানে ঘোরে
বিজ্ঞ শৈল্যবিদের মত
ফালি ফালি করে গন্দমের শরীর
তবু সৃষ্টির আদি পুরুষ
আদম-হাওয়া কোথা নিরুদ্দেশ ফেরে।
শরীরে শরীর ঘনিয়ে এলেই
কবিরা উৎসুক হয়
কোথায় কোন বৃক্ষে
খৃষ্টের আবির্ভাব ঘটে!
তবে এ কথা ঠিক
কখনো কোথায়ও এমন
ডুব সাঁতারে যদি
সৃষ্টি হয় পূণ্যপুরুষের ভ্রুণ
তবে কবিরাই প্রথম জীবন বৃত্ত ভেঙ্গে
তাকে নিয়ে যাবে আলোর ঠিকানায়।

জানি একদিন

আমি জানি আমার কবিতা নিয়ে একদিন

বসবে ধুমায়িত কফির আসর
ভালমন্দ তর্কে ফেনায়িত হবে চায়ের পেয়ালা
ঋদ্ধ পাঠক কেউ পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে
সাবলীল বলে যাবে
বড় হৃদয় নির্ভর ছিল কবি।

আমার তাতে কিছু আসে যায় না
শুধু জানি,
হৃদয়ের গভীর অনুভব থেকে
যে শব্দ তুলে নিয়ে অঞ্জলি ভরি
তাই দিয়ে সাজাই কবিতার শরীর
আমার দায়বদ্ধতা শুধু বিবেকের পাঠশালায়
আমার ঋণ শুধু সময়ের কাছে।

জন্মের ক্ষণ থেকে যে সময়ে ভর করে
শেষ যাত্রার হবে আয়োজন
তাকেই সাক্ষী রেখে
ঘর-গেরস্থালি আমার
গাছ পাখি নদী ফুল
এই সব প্রকৃতির নির্মল বৈভবতা
আমাকে যে শেখালো
জীবনের ক্ষুদ্রতা থেকে
অনন্ত অসীমের কথা
আমি তার কাছে ঋণী।

আমি শুধু লিখে যেতে চাই
যা কিছু সত্য মানি সেই সব ধ্রুব সংলাপ
যা মিথ্যা শুধুই প্রহসন-
তাকে বর্জন করি সময়কে সাক্ষী রেখে।

কবি শুধু প্রকৃতির সত্যটাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচে
সমাজের বাঁকা পথে কদাচিৎ মুখোমুখি তার
নির্জনতার সুখ নিয়ে অসম্ভব অহংকারী কবি
ইতিহাস নিয়ে ভাবে না কখনো।
কবিতার পংক্তিগুলো কবিকে সঙ্গে নিয়ে
যাত্রা করে অনন্ত পথে
কবি শুধু বর্তমানে হাটে।

এই এখন যেমন চলছে যন্ত্রণার যুগ
পৃথিবীর সভ্যতা লীন হচ্ছে

অবক্ষয়ের ধারাপাতে
নির্মমতার কালো মেঘ চারিদিকে
বেঁধে আছে বাসা
এই সব সত্য বাণী উচ্চকিত হউক
কবিতার মাঠে
কালের সাক্ষী হউক আমার কলম।

বিভৎসতা আর নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনায় ঢাকা
সভ্যতার কুৎসিত নেকাব
আমি খুলে দিব কবিতার প্রচ্ছদপটে
পৃথিবী দেখুক এই নৃশংস ছবি
এইটুকু থাক মোর শেষ পরিচয়।

সমাপ্ত